যুগান্তর

তারিখ 27 APR 2003
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে সেমিস্টার পদ্ধতির সমস্যা ও সম্ভাবনা

পাঠকের অভিমত

বাংলাদেশে কিছু সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চালু হয়েছে সেমিস্টার পদ্ধতিতে লেখাপড়া। বাকৃবিতে ১৯৮৯-৯০ শিক্ষাবর্ষ থেকে গতানুগতিক সনাতন পদ্ধতির পরিবর্তে তা প্রবর্তন করা হয়। প্রথমত স্নাতকোত্তর পর্যায়ে এবং সিলেবাস কারিকুলামসহ বিভিন্ন দিক ও বিভাগের চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে ইতিমধ্যে তা স্থায়িত্ব লাভ করেছে। অতঃপর স্নাতক পর্যায়েও সেমিস্টার পদ্ধতি প্রবর্তনের চেষ্টা চলতে থাকে। যেমনটি চালু আছে বুয়েট ও খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ফলে সিন্ডিকেটের ২০৩তম (আগস্ট/১৯৯৩) সভায় তা নীতিগতভাবে চূড়ান্ত করা হয়। বিশেষজ্ঞ কমিটির মাধ্যমে তা বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া চলতে থাকে এবং পরিশেষে চালু করা হয় জুলাই-ডিসেম্বর/২০০২ থেকে। ইতিমধ্যে প্রথম সেমিস্টার লেভেল-১-এর ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে যা সামগ্রিকভাবে আশাব্যঞ্জক না হওয়ায় একদিকে ছাত্রছাত্রীরা যেমন নাখোশ অপরদিকে কর্তৃপক্ষও বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখতে শুরু করেছেন। সেমিস্টার পদ্ধতি যত উপযোগীই হোক না কেন, কর্তৃপক্ষ যত আন্তরিকই হোক না কেন এবং শিক্ষকমণ্ডলী যত অভিজ্ঞ, দক্ষ ও নিষ্ঠাবানই হোন না কেন নতুন পদ্ধতি হিসেবে এর অবকাঠামোগত এবং পার্টিসিপেটরি ব্যবস্থাপনায় সীমাবদ্ধতা বা নানাবিধ

ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা অস্বাভাবিক নয়।

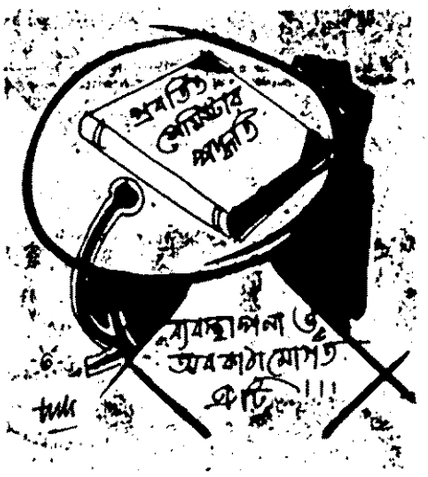

প্রথম সেমিস্টার ফাইনাল পরীক্ষায় বিশেষ করে কৃষি অনুষদ ছাত্রছাত্রীদের রেজাল্ট জিপিএ গ্রেডিং পদ্ধতিতে মোটেও উৎসাহব্যঞ্জক নয়। কৃষি অনুষদের মোট ১৯৬ জন পরীক্ষার্থীর কেউই সব বিষয়ে উত্তীর্ণসহ GPA=4 অর্থাৎ A+ পায়নি। তবে সব বিষয়ে পাস করেছে এমন সংখ্যা ৫০.৫১% জন এবং রিপিটসহ পরবর্তী সেমিস্টারে প্রমোশন দেয়া হয়েছে ৯০.৩১% জনকে। বড় সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে ফেল করা ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে সেমিস্টার পদ্ধতিতে সাধারণত যা হওয়ার কথা নয়। স্বাভাবিক নিয়মে তীব্র মেধা প্রতিযোগিতার মাধ্যমে মেধাবী ছাত্রছাত্রীরাই এখানে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পায়। ফেল করা তো দূরের কথা ফল আশাব্যঞ্জক না হওয়ার কোন প্রশ্ন থাকাই স্বাভাবিক নয়। তবুও কেন এমনটি হয়ে গেল তা একটু খতিয়ে দেখা দরকার। বাকৃবিতে কোর্স কারিকুলাম এবং শিক্ষাদান পদ্ধতি সবই ইংরেজিতে, অধিকাংশ শিক্ষকমণ্ডলী দেশ-বিদেশ থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি ও উচ্চশিক্ষায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং শিক্ষাদানে তারা যেভাবে ইংরেজি চর্চা করে থাকেন এখানে ছাত্রছাত্রীরা ভর্তি-পূর্ব বিভিন্ন কলেজ পর্যায়ে তদানুরূপ ইংরেজি চর্চায় অভ্যস্ত হয়ে আসে না। ফলে প্রথম সেমিস্টারেই তারা হঠাৎ করে ভাষাগত এক দুর্বোধ্যতার শিকার হয়ে পড়ে। সুতরাং অনেকের পক্ষেই এ পর্যায়ে ভাল রেজাল্ট করা যেমন সম্ভব হয়ে ওঠে না, অনেকের জন্য হোঁচট খাওয়াও অস্বাভাবিক নয়। ব্যবস্থাপনা ও অবকাঠামোগত সম্ভাব্য সব ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করে স্নাতক পর্যায়ে সেমিস্টার পদ্ধতির যথাযথ প্রবর্তন ও কৃষি শিক্ষায় তার সফলতা অর্জনের লক্ষ্যে শিক্ষকমণ্ডলী এবং কর্তৃপক্ষ যথেষ্ট আন্তরিকতার সঙ্গেই সচেষ্ট রয়েছেন। সেই সঙ্গে আলোচিত সমস্যা বিবেচনায় রেখে সামনের দিনগুলোতে ছাত্রছাত্রী ভর্তি এবং যথার্থ প্রস্তুতিসহ তারা অধ্যয়নে ব্রতী হলে কৃষি শিক্ষা [illegible] পর্যায়েও সেমিস্টার পদ্ধতির সুফল [illegible] যেতে পারে [illegible] সন্দেহ নেই।

প্রফেসর ড. একিউএম বজলুর রশীদ
উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগ, বাকৃবি, ময়মনসিংহ